দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 06 DEC 2005
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

একমুখী শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত

নতুন শিক্ষা বছরে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই নিয়ে বড় ধরনের সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা

সুলতান মাহমুদ ঃ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক তথা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধিতার মুখে জানুয়ারী থেকে মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে সরকার। গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু বৈঠক শেষে মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য ২০০৬ সালে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করতে পারায় এ ব্যবস্থা কত বছর পরে বাস্তবায়ন হবে বা আদৌ বাস্তবায়ন হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, একমুখী শিক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত গেল। তাদের মতে, জোট সরকারের এ মেয়াদের শেষ সময়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়াই শিক্ষামন্ত্রীর জন্য ঠিক হয়নি। উদ্যোগটি ভালো হলেও ১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

একমুখী শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ সময়ে সরকারের জন্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী নয়। মন্ত্রিসভার একজন সিনিয়র সদস্য গতকাল রাতে ইনকিলাবকে বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর একটি ভুল উদ্যোগের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হলো।

এ দিকে নতুন শিক্ষা বছর শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে সরকার একমুখী সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাওয়ায় নতুন এক সংকটের সৃষ্টি হলো। নতুন কারিকুলামে বেসরকারী খাতে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের শেষ পর্যায়ে একমুখী সিদ্ধান্ত স্থগিত করায় শিক্ষার্থীদের পুরানো কারিকুলামের পাঠ্যবই পড়তে হবে। কিন্তু বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় এই বিপুল পরিমাণ পাঠ্যবই ছাপতে সময় লেগে যাবে মার্চ পর্যন্ত। অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ের বাজারে বড় ধরনের সংকট দেখা দেবে। অবশ্য, একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুসহ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (সেসিপ) জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও সরকারের যৌথ বরাদ্দ ৪শ' ৯০ কোটি ২০ লাখ টাকার প্রায় পুরোটাই খরচ দেখানো হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে এই টাকার সিংহভাগই বিদেশ ভ্রমণ ও পরামর্শক ফিসহ নানা পন্থায় লুটপাট হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ প্রকাশ থাকে যে, একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় '৮০-এর দশকের শুরুতে। তখনও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ব্যতিরেকে ১৯৮৩ সালে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। ওই দফায় মাত্র ৬ মাস ৬ দিন একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার পর তা বাতিল করে প্রচলিত ধারার বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সরকার বাধ্য হয়। কিন্তু গতকালের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এবার একমুখী শিক্ষা শুরুর আগেই তা স্থগিত হয়ে গেল।

জানা যায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের আওতায় দ্বিতীয় দফায় একমুখী শিক্ষা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। যার কাগজে কার্যক্রম শুরু হয় বর্তমান সরকারের আমলে। এরপর এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। প্রকল্পের আওতায় অভিজ্ঞতা অর্জনের নামে দেশ ঘুরেছেন মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, একাধিক ডিজি ও প্রকল্প পরিচালক। জনসচেনতায় কয়েকটি সভা-সেমিনার হয়েছে সীমিত পরিসরে। বিভিন্ন দেশের অনুকরণে তড়িঘড়ি করে কারিকুলাম প্রণয়ন ও ১৩টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৩টি বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে ১৮০টি বই। বেসরকারী খাতে এত বিপুল পরিমাণ বই ছাপার অনুমোদন নিয়েও ভিন্নতর অভিযোগ উঠেছে। বলা হয়েছে, দাতাদের পরামর্শে দেশের পাঠ্যপুস্তকের বাজার ভারতের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব অভিযোগ আপত্তি নিয়ে দেশের রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ সুশীল সমাজের প্রায় সকল স্তরের প্রতিনিধিরা রাজপথে আন্দোলনে নামেন। প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন ও সংবাদ সম্মেলন করে এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে আল্টিমেটামসহ নানা আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এসব সভায় বলা হয়, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় একমুখী শিক্ষার জন্য যে কারিকুলাম করা হয়েছে তা সম্পর্কে শিক্ষকরা ওয়াকেবহাল নন। অনেক স্কুলে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগ নেই। একমুখী শিক্ষা চালু করতে হলে তার আগে ওইসব স্কুলে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের যে পরিবর্তন কথা বলা হয়েছিল সে সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া ছিল অতিব জরুরী বিষয়। অথচ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কেবল কারিকুলাম করে বেসরকারী খাতে বই ছাপদেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

এ পরিস্থিতির মুখে নতুন শিক্ষা বছর শুরু তথা একমুখী শিক্ষা কার্যকর করার এক মাসেরও কম সময় বাকি থাকতে টনক নড়ে সরকারের। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের রোষানলে পড়েন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জরুরী বৈঠক করছে শিক্ষার নীতি-নির্ধারক পর্যায়ের ২২ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি)। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শেই ওই কমিটির পর্যালোচনার ভিত্তিতে একমুখী শিক্ষা চালুর জন্য আরো সময় প্রয়োজন উল্লেখ করে প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বছরের জন্য একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়ন সিদ্ধান্ত স্থগিত করার অর্থাৎ ২০০৬ সালের পরিবর্তে ২০০৭ সাল থেকে বাস্তবায়নের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয়।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল অনুষ্ঠিত এ প্রস্তাব উত্থাপন করলে এ বৈঠকে উপস্থিত কয়েকজন মন্ত্রীর সমালোচনার মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক ও শিক্ষা সচিব এম আবদুল আজিজ। পরে অবশ্য প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়।

এদিকে একমুখী শিক্ষার সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় আগেভাগেই উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির